যুগান্তর

তারিখ ... 11 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

চবিতে ছাত্রলীগের কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক বন্ধ্যাত্ব চলছে। সামগ্রিক কর্মকাণ্ড দেখে বোঝাই যায় না, ক্যাম্পাসে তাদের অস্তিত্ব আছে। কেবল ছাত্রী হলগুলোতে কিছু কর্মসূচি পালিত হয়। মাঝে মধ্যে তারা সেখানে মিছিল সমাবেশও করে। সম্প্রতি ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও অন্যান্য ফি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু দৃশ্যত দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রলীগের এই আন্দোলনে কোন কার্যকর ভূমিকা ছিল না। উপরন্তু বলা নেই, কওয়া নেই ২৯ মে ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়ে বসে। এই ধর্মঘট সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়েছে, পরীক্ষা হয়েছে। অন্যদিকে এসব আন্দোলনে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল অনেক বেশি সোচ্চার। মূলত তাদের চাপেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফির ১৫ শতাংশ কমাতে বাধ্য হয়েছে। বিগত দেড় বছর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ৯১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও একদিনের জন্যও ছাত্রলীগ পুরো শক্তি নিয়ে ক্যাম্পাসে শো-ডাউন দিতে পারেনি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা বিভিন্ন আবাসিক হলের কক্ষ দখল করে রাজার হালে বসবাস করেছিল, ভাইনিং ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন হোটেলে ফাউ খেয়েছিল, তাদের এখন বড়ই আকাল। যারা সংগঠনের প্রতি কিছুটা নিবেদিত প্রাণ তারা শহরে থাকে, কারণ আবাসিক হলগুলো শিবিরের দখলে। তারা কদাচিৎ ক্যাম্পাসে আসে। অতি নীরবে সঙ্গোপনে। জানা গেছে, ছাত্রলীগ দু'একবার ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা জানান, ক্যাম্পাসে অ্যাকাডেমিক কাজেও যদি ছাত্রলীগের নেতাকর্মী কিংবা সমর্থকরা আসে, তারা ছাত্রশিবিরের চক্ষুশূলে পরিণত হয়, শিবিরের হামলার শিকার হয়। বর্তমানে চবি ছাত্রলীগ আ.জ.ম নাসির ও মামুন গ্রুপে বিভক্ত, সভাপতি মাহবুব এলাহী মামুন গ্রুপের এবং সাধারণ সম্পাদক কাজী মাজহারুল ইসলাম আ.জ.ম নাসির গ্রুপের সমর্থক। সাধারণ কর্মীদের অভিযোগ, সভাপতি ও অন্য নেতারা ঠুনকো অজুহাতে মাসের পর মাস ক্যাম্পাসে যান না। সংগঠনের উন্নতি হবে কি করে। ছাত্রলীগের বেহাল অবস্থার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির বিরোধী শিক্ষার্থীরাও হতাশ হয়ে পড়েছে। তবে চবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী মাজহারুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে। আমরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবির পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি অভিযোগ করেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় প্রশাসন ছাত্রশিবিরকে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। জানা গেছে, বর্তমানে চবি ছাত্রলীগে কোন্দল না থাকলেও একশ্রেণীর কেন্দ্রীয় নেতা ও চট্টগ্রামের স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতারা চবি ছাত্রলীগকে নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন।